শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইন্দ্রমেবং সমাদিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ১ ॥

তথাভিযাচিতো দেবৈ ঋষিরাথর্ব্বণোমহান্। মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত ॥ ২ ॥

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাং। সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ ॥ ৩ ॥

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ। ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ ॥

কিং নু তদ্দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাং। ভবদ্বিধানাং মহতাং পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণাং ॥ ৫

শ্রীধরস্বামী।

দশমে কেশবাদিষ্ট দধ্যগস্থিজ বজ্রধৃক্। ইন্দ্রোযুধ্যত বৃত্রেণ সাসুরেণ সনির্জ্জরঃ ॥ ১ ॥

মোদমান এব তন্মুখাদ্ধর্ম্মং শ্রোতুকামঃ প্রত্যাচক্ষাণ ইবোবাচ অপীতি দ্বাভ্যাং ॥ ২ ॥

হে বৃন্দারকা অপি কিং সংস্থায়াং মৃত্যৌ যোঽভিদ্রোহো দুঃখং তং ন জানীথ। ॥ ৩ ॥

আত্মা দেহঃ বয়ং জানীম এব কিন্তু শ্রীবিষ্ণুরস্মন্মুখেন যাচত ইতি চেত্তত্রাহ বিষ্ণবেপি দাতুং ক উৎসহেত ॥ ৪ ॥

পুণ্যশ্লোকৈ রীড্যানি কর্ম্মাণি যেষাং ॥ ৫ ॥

দশমোধ্যায়স্য ক্রমসন্দর্ভো নাস্তি ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দধীচো যাচিতাৎ প্রাপ্তৈরস্থিভির্ব্বজ্রনির্ম্মিতিঃ। দশমেঽভূজ্জয়শ্চাজৌ দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ১ ॥

মোদমানোপি প্রহসন্নিব যাজ্ঞা প্রত্যাখ্যানেন তান্ তিরস্কুর্ব্বন্নিব ॥ ২ ॥

সংস্থায়াং মৃত্যৌ ॥ ৩ ॥

আত্মা দেহঃ বয়ং জানীম এব কিন্তু বিষ্ণুরেবাস্মন্মুখেন যাচতে ইতি চেত্তত্রাহ। বিষ্ণবেপি দাতুং ক উৎসহেত ॥ ৪। ৫ ॥

দশমাধ্যায়ে ভগবানের আদেশে দধ্যঞ্চ ঋষির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুর সহ অমর রাজের সংগ্রাম ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি, ইন্দ্রকে এই প্রকার আদেশ করিয়া দর্শন কারি দেবগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১ ॥

তদনন্তর দেবগণ মহান্ আথর্ব্বণ দধ্যঞ্চ মুনি সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার শরীর যাচ্ঞা করিলেন। হে ভারত! দেবতাদের প্রমুখাৎ ধর্ম্ম শুনিতে ঐ মুনির অভিলাষ ছিল অতএব আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যানের ন্যায় হাস্য বচনে কহিলেন ॥ ২ ॥

অহে বৃন্দারকগণ! শরীরধারিদিগের শরীর নাশে যে দুঃখ হয়, বোধকরি তোমরা তাহা জান না। অহে অমরবৃন্দ! মৃত্যু যাতনা অতিশয় দুঃসহা, তাহা চেতনাকে বিনষ্ট করে ॥ ৩ ॥

অপর যে সকল জীব জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের দেহই অতিশয় প্রিয়, যদি বল আমরা তোমার দেহ চাহিতেছি না, আমাদের মুখ দিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যাচ্ঞা করিতেছেন। তাহার উত্তর এই, কোন্ ব্যক্তি আপনার দেহ, যাচমান বিষ্ণুকেও দান করিতে উৎসাহী হইতে পারে? ॥ ৪ ॥

দধ্যঞ্চ মুনির এই সকল কথা শুনিয়া দেবগণ কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! যে সকল মহাপুরুষ আপনার তুল্য দয়াবান্, পুন্যবান্ লোকেরা সর্ব্বদা যাঁহাদের কর্ম্ম সকলের প্রসংশা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরোপকারার্থ দুস্ত্যজ কি আছে? ॥ ৫ ॥

নূনং স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটং। যদি বেদ নযাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥
ঋষিরুবাচ ॥
ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ। এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহং ॥ ৭ ॥
যোহধ্রুবেনাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্। ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যাচকো যদি বেদ তর্হি ন যাচেত যদীশ্বরো দানসমর্থঃ বেদ তর্হি সোপি নেতি নাহ অতো যথা তব সঙ্কটং বয়ং স্বার্থপরা ন জানীমঃ এবং প্রত্যাচক্ষাণস্ত্বমস্মৎ সঙ্কটং ন জানাসীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

যে ময়া প্রত্যুদাহৃতাঃ প্রত্যুক্তাঃ ত্যজন্তং মাং ত্যক্ত্বা যান্তং আত্মানং দেহং ॥ ৭ ॥

অধ্রুবেণাত্মনা দেহেন হে নাথাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ঋষিরাহ নূনমিত্যাদি ন যাচেতেত্যন্তং। দেবাঃ প্রত্যাহুঃ নূনমিত্যাদি পদ্যমেব নযাচেতেতি। চতুরক্ষর বিনা ভূতং। তত্তশ্চার্থান্তরন্যাসস্তাত্র বিশেষতোহয়মর্থঃ। যাচকো লোকঃ নূনং স্বার্থপরঃ স্বর্গাদৈশ্বর্য্যভোগপরঃ। পরন্তু দাতুঃ সঙ্কটং স্বদেহাস্থি প্রদানে পীড়াং ন বেদ। যদি দেবত্বেন বিবেকবত্ত্বাদ্বেদ তর্হি ন যাচেতেতি তেন যুষ্মাকং বিবেকাভাবান্ন দেবত্বং কিন্তু ব্যাঘ্রাদি পশু তুল্যত্বমিতি ঋষিণোক্তং শ্রুত্বা দেবৈঃ প্রত্যুক্তং। দাতা লোকোপি নূনং স্বার্থপরঃ দেহেন্দ্রিয়াদিষু মমত্বে চিরজীবিত্ব সুখপরঃ পরেষাং যাচকানাং সঙ্কটং ঘোর শত্রূপদ্রবাদি দুঃখং ন বেদ যদি ঋষিত্বেন বিজ্ঞান বিবেক দয়াদিমত্ত্বাদ্বেদ তর্হি নেতি নাহং ন দাস্যামীতি ন ব্রূয়াৎ যদস্মাদীশ্বরঃ তদ্দানসমর্থঃ তেন ভবাপি বিজ্ঞানাদ্যভাবান্ন ঋষিত্বং। প্রত্যুত শোকমোহাদি সদ্ভাবাদ্গবাদি পশু তুল্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মং বঃ শ্রোতু কামেনেতি। স ধর্ম্মো যুষ্মৎ প্রত্যুত্তরেণৈব শ্রুতঃ। যদ্বা ধ্বনিরয়ং বক্রোক্ত্যৈব ধর্ম্মো ন শ্রুতঃ কিন্তু বাক্ চাতুর্য্যং শ্রুতং ভবতু তাবৎ স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয় ইত্যাহ এষ ইতি আত্মানং দেহং ত্যজন্তং অচিরাদেব ত্যক্ষন্তং সম্যক্ ত্যজামীতি সদোহো যাবন্মাং ন ত্যজতি তাবদহমেব তং ত্যজামি যুষ্মাভ্যং দদামীত্যেতাবত্তু ভাগ্যং মম ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

হে নাথাঃ ॥ ৮ ॥

হে মহর্ষে! ইহা নিশ্চিত বটে, স্বার্থপর লোকে অন্যের ক্লেশ বিবেচনা করে না, কিন্তু এ স্থানে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাচক যদি পরের দুঃখ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে যেমন যাচ্ঞা করে না, তেমনি দানে সমর্থ পুরুষও অন্যের কষ্ট বুঝিলে "না" বলিতে পারে না। অর্থাৎ আমরা যদ্রূপ স্বার্থপর হওয়াতে আপনার সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না, আপনিও তদ্রূপ প্রত্যাখ্যান করাতে অস্মদাদির কি বিপদ উপস্থিত তাহা জানিতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥

তদনন্তর সেই মুনিবর কহিলেন অহে অমরগণ! আপনাদের মুখে ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করিয়াই এই প্রকার প্রত্যুক্তি করিলাম, আমার এই দেহ অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আপনারা এ দেহ ভিক্ষা করিতেছেন, আপনাদিগের নিমিত্ত ইহা এখনি ত্যাগ করিতেছি ॥ ৭ ॥

হে নাথগণ! এই দেহ অনিত্য, ইহার দ্বারা প্রাণি সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক যে পুরুষ ধর্ম্ম ও যশঃ উপার্জন করিতে চেষ্টা না পায়, অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

এতাবানব্যয়োধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ। যোভুত শোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥ ৯ ॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ। যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈ র্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তনুং। পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ন্ জহৌ ॥ ১১ ॥
যতাক্ষাসু মনো বুদ্ধিস্তত্ত্বদৃক্ ধ্বস্তবন্ধনঃ। আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতং ॥ ১২ ॥
অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা। মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ।
বৃতোদেবগণৈঃ সর্ব্বৈ র্গজেন্দ্রো পর্য্যশোভত। স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভূতানাং শোকেন শোচতি হর্ষেণ হৃষ্যতি য আত্মা স্বয়ং তস্য যোধর্ম্মঃ এতাবানেবাব্যয় ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পারক্যৈঃ স্বশ্বশৃগালাদিভির্ভক্ষ্যৈঃ অস্বার্থৈঃ স্বার্থোপযোগশূন্যৈঃ স্বং বিত্তং জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাদয়ঃ বিগ্রহো দেহঃ তৈর্নোপকুর্য্যাদিতি যৎ ॥ ১০ ॥

কৃতং ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যেন আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং সন্নয়ন্ একীকুর্ব্বন্ তনুং জহৌ ॥ ১১ ॥

যতা অক্ষাদয়ো যেন তত্ত্বং পশ্যতীতি তথা। ধ্বস্তানি গতানি বন্ধনানি যস্য ॥ ১২ ॥

অথেন্দ্রোঽশোভত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। মুনেঃ শক্তিভিরস্থিভি র্নির্ম্মিতং। উৎসিক্ত ঊর্জ্জিতঃ মুনিশক্তিভিরিতি বা পাঠঃ ॥ ১৩

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আত্মা মনঃ ॥ ৯ ॥

অদাতারমাক্ষিপতি অহো ইতি পারক্যৈঃ শৃগালাদিভির্ভক্ষ্যৈঃ স্বং বিত্তং জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাদয়ঃ বিগ্রহা দেহাস্তৈঃ ॥ ১০ ॥

আত্মানং মনঃ ॥ ১১ ॥

যোগং সমাধিং গতং স্বস্মাদ্বিচ্যুতং ॥ ১২ ॥

শকৃথিভিরস্থিভিঃ শক্তিভিরিতিচ পাঠঃ ॥ ১৩ ॥

হে অমরবৃন্দ! যে ব্যক্তি স্বয়ং প্রাণি সকলের শোকে শোকাকুল ও হর্ষে হর্ষান্বিত হন, তাঁহার তাবন্মাত্র অব্যয় ধর্ম্ম, পুণ্যশ্লোক মানবেরা ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

অহো! এই যে সকল ধন পুত্র দেহ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্তই কুক্কুর শৃগালাদির ভক্ষ্য, এ সকলে স্বার্থের উপযোগিতামাত্র নাই, আর ইহারা স্থায়িও নহে, ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এ সকল দ্বারা পরোপকার না করা কি কষ্ট ও কি কৃপণতার কর্ম্ম ॥ ১০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! আথর্ব্বণ দধ্যঞ্চ ঋষি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পরব্রহ্মের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ঐক্য সম্পাদন পূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ এবং বুদ্ধি সংযত ছিল, স্বয়ং তত্ত্বদর্শন করিতেন, সুতরাং সমস্ত বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, অতএব পরম যোগাবলম্বন করাতে নিজ দেহ যে গত হইল, তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল না ॥ ১২ ॥

অনন্তর মুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, দেবরাজ সেই বজ্র ধারণ পূর্ব্বক ভগবত্তেজে সমন্বিত ও ঊর্জ্জিত হইয়া গজেন্দ্রের উপরি শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবতারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মুনিগণ স্তব আরম্ভ করিলেন, তাহাতে ত্রিভুবন যেন হর্ষান্বিত হইল ॥ ১৩ ॥

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছক্রমসুরানীকযূথপৈঃ। পর্য্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধোরুদ্র ইবান্ধকং ॥ ১৪ ॥
ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরম দারুণঃ। ত্রেতামুখে নর্ম্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে।
রুদ্রৈ র্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ। মরুদ্ভি র্ঋভুভিঃ সাধ্যৈ র্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিং ॥ ১৫ ॥
দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া। নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ।
নমুচিঃ শম্বরোঽনর্ব্বা দ্বিমূর্দ্ধা ঋষভোঽসুরঃ। হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ।
পুলোমা বৃষপর্ব্বাচ প্রহেতিহেঁতিরুৎকলঃ। দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসিচ সহস্রশঃ।
সুমালি মালি প্রমুখাঃ কার্ত্তস্বর পরিচ্ছদাঃ। প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদং।
অভ্যর্দ্দয়ন্নসংভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্ম্মদাঃ॥ ১৬ ॥
গদাভিঃ পরিঘৈর্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গর তোমরৈঃ। শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ।
সর্ব্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অসুরানীকানাং যূথপৈঃ পর্য্যস্তং পরিবৃতং ॥ ১৪ ॥
রণঃ সংগ্রামঃ প্রথমে যুগে কৃতযুগে ত্রেতাযুগস্য মুখে আরম্ভে ॥ ১৫ ॥
নামৃষ্যন্ নাসহন্ত ॥ ১৬ ॥
শতঘ্নীতু চতুর্হস্তা লৌহকণ্টক সঞ্চিতা। ভুষুণ্ডী সর্ব্বতো লৌহকণ্টকানুক্রমোন্নতা ইত্যভিধানং ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

পর্য্যস্তং পরিবৃতং অন্তকমিবেতি রুদ্রোহি যমমপি সংহর্ত্তুং শক্নোতীত্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা সিংহঃ সিংহমিবেতিবদয়ং দৃষ্টান্তঃ ॥১৪
ত্রেতামুখে ত্রেতারম্ভে। প্রথমে যুগে বৈবস্বত মন্বন্তরস্য প্রথমে চতুর্যুগে ॥ ১৫। ১৬ ॥
স্যাৎ শতঘ্নী চতুর্হস্তা লৌহকণ্টক সঞ্চিতা। ভুষুণ্ডী সর্ব্বতো লৌহকণ্টকানুক্রমোন্নতেত্যভিধানং ॥ ১৭ ॥

হে রাজন্! তদনন্তর দেবরাজ বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবমান হইলেন। যদিও সে অসুরসেনার যূথপে পরিবৃত ছিল তথাচ ক্রুদ্ধ রুদ্র যেমন অন্ধকের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় দেবরাজ বল পূর্ব্বক ঐ অসুরের উপরে পতিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

তাহার পর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম চতুর্যুগে সত্যযুগাবসানে ত্রেতা যুগের আরম্ভে নর্ম্মদা নদীর তটে ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১৫

হে রাজন্! ঐ যুদ্ধে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, অগ্নিগণ, মরুৎ সকল, ঋভুগণ, সাধ্যগণ এবং বিশ্বেদেবগণ ইত্যাদি দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বজ্রধারী মহেন্দ্রের সাতিশয় শোভা হইল, বিপক্ষপক্ষ বৃত্র প্রভৃতি অসুর নিকর তাহা সহ্য করিতে পারিল না। অতএব নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল ইত্যাদি দৈত্য ও সহস্র সহস্র রাক্ষস, তথা সুমালি মালি প্রভৃতি অসুরগণ স্বর্ণময় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে যে সকল ইন্দ্রসেনা মৃত্যুরও দুরাসদ, তাহাদিগকে নিরোধ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল। অতিশয় দুর্ম্মদতা নিমিত্ত তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা সম্ভ্রম হইল না ॥ ১৬ ॥

ভূরি ভূরি গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর, শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুষুণ্ডি ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া দেবতাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

ন তে দৃশ্যন্ত সংছিন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ। পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ॥ ১৮॥
ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যাসেদুঃ সুরসৈনিকান্। ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা॥ ১৯॥
অথ ক্ষীণাস্ত্র শস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ। অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ২০॥
তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশাম্য শস্ত্রাস্ত্র পূগৈ রথবৃত্রনাথাঃ।
দ্রুমৈর্দৃশদ্ভির্বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈরবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্॥ ২১॥
সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা উষতী রূক্ষবাচঃ॥ ২২॥

শ্রীধরস্বামী।

পুঙ্খো মূলদেশঃ একস্য মূলদেশমনু তৎ সংলগ্নোঽপরস্য পুঙ্খো যথা ভবতি তথা নভস্থৈ র্ঘনৈঃ জ্যোতীংষীবেত্যনেন তেষাং তদপ্রাপ্তিঃ সূচিতা॥ ১৮॥

তামেবাহ নত ইতি। শস্ত্রাণামস্ত্রাণাঞ্চ যানি বর্ষাণি তেষামোঘাঃ ন আসেদু র্ন প্রাপুঃ সিদ্ধপথে আকাশে॥ ১৯॥

ক্ষীণা অস্ত্রাণাং শস্ত্রাণাঞ্চ ওঘা যেষাং গিরিশৃঙ্গৈঃ দ্রুমৈরুপলৈশ্চ॥ ২০॥

তানিন্দ্রসৈনিকান্ শস্ত্রাণামস্ত্রাণাঞ্চ পূগৈঃ সমূহৈঃ অক্ষতান্ ক্ষতশূন্যান্ স্বস্তিমতঃ সুখিনঃ দ্রুমাদিভিশ্চাবিক্ষতান্ নিশাম্য বৃত্রো নাথো যেষাং তে তত্রসুঃ ভীতাঃ॥ ২১॥

কৃতাঃ কৃতাঃ পুনঃ পুনঃ কৃতাঃ কৃষ্ণোঽনুকূলো যেষাং তেষু দেবগণেষু। উষতী রুষত্যঃ অকল্যাণ্যঃ রূক্ষাঃ পরুষা বাচো যথা মহৎসু ক্ষোভকর্ত্র্যো ন ভবন্তি তদ্বৎ॥ ২২॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তে দেবাঃ পুঙ্খঃ শরস্য মূলদেশঃ একস্য পুঙ্খমনু পতিতোযঃ শরস্তস্য পুঙ্খমন্বেবং পতিতৈঃ। নভস্থৈর্ঘনৈর্জ্যোতীংষীবেত্যনেন তেষাং তদপ্রাপ্তিঃ সূচিতা॥ ১৮। ১৯। ২০॥ নিশাম্য দৃষ্ট্বা তত্রসু র্ভীতাঃ॥ ২১॥

কৃতাঃ কৃতাঃ পুনঃ পুনঃ কৃতাঃ যথা মহৎসু বৈষ্ণবেষু উষতীরুষত্যঃ যূয়ং শীঘ্রং ম্রিয়ধ্বমিত্যকল্যাণ্যঃ। রূক্ষাঃ পরুষা বাচঃ রে রে অধমা ইত্যাদ্যাঃ॥ ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

কিন্তু একের মূলদেশে অন্যের মূলদেশ যদ্রূপ সংলগ্ন হয়, তদ্রূপে শর পতিত হওয়াতে দেবগণ তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন হইয়া আকাশস্থ মেঘ সমূহে আবৃত জ্যোতির্গণের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া রহিলেন॥ ১৮॥

সুতরাং অসুরদিগের অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ দেবসেনাগণের উপরে পড়িতে পারিল না, বরঞ্চ আকাশেই লঘুহস্ত অমরগণ কর্ত্তৃক সহস্রখণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল॥ ১৯॥

অনন্তর অসুরদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকলই পরিক্ষীণ হইল অতএব তাহারা পর্ব্বত শৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ লইয়া দেবতাদিগের উপর বর্ষণ আরম্ভ করিল। দেবতারা ঐ সকলও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিয়া দিলেন॥ ২০॥

এই রূপে ভূরি ভূরি অস্ত্র শস্ত্র প্রহারেও দেবসৈন্যগণকে অক্ষিণ্ণ ও সুখি এবং বৃক্ষ, পাষাণ ও গিরি শৃঙ্গাদি প্রক্ষেপেও তাহাদিগকে অবিক্ষত দেখিয়া বৃত্র রক্ষিত অসুরগণ সাতিশয় ভীত হইল॥ ২১॥

তাহার পর তাহারা দেবগণের প্রতিকূলে পুনরায় যাহা যাহা করিতে যত্ন করিল, দেবতাদের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল থাকাতে সে সকলই বিফল হইয়া গেল, যেমন ক্ষুদ্রলোক কর্ত্তৃক অকল্যাণকর রূক্ষ বচন মহদ্ব্যক্তির ক্ষোভদায়ক হয় না, তদ্রূপ দৈত্যদিগের চেষ্টায় অমরগণের কিঞ্চিন্মাত্র গ্লানি বোধ হইল না॥ ২২॥

তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ॥ ২৩॥
বৃত্রোঽসুরাংস্তাননুগান্মনস্বী প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলঞ্চ ভগ্নং ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ॥ ২৪॥
কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনাং জগাদ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্ ময়াঽনর্ব্বন্ শম্বর মে শৃণুধ্বং॥ ২৫॥
জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য নচেহ কৢপ্তা।
লোকোযশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং কোনাম মৃত্যুং নবৃণীত যুক্তং॥ ২৬॥
দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যূ দুরাপৌ যদ্ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।

শ্রীধরস্বামী।

হতো যুদ্ধে দর্পো যেষাং আত্তঃ পরৈর্গৃহীতঃ সারোধৈর্য্যং যেষাং তেঽতিপ্রসিদ্ধা অপি তে দৈত্যাঃ। এবং হি তে ইত্যস্যা-পৌনরুক্ত্যং আজিমুখে যুদ্ধারম্ভে পতিং বিসৃজ্য পলায়নায় মনো দধুঃ যতো হরাবভক্তাঃ॥ ২৩॥

প্রধাবতঃ পলায়মানান্ প্রেক্ষ্য আদাবেব তীব্রেণ ভয়েন পলায়িতং ভগ্নঞ্চ যদ্বলং সৈন্যং তচ্চ প্রেক্ষ্য এতৎ বক্ষ্যমাণং বভাষে॥২৪

তদেব বিশিনষ্টি কালোপপন্নাং অবসরোচিতাং মনস্বিনাং রুচিরাং হে ময় হে অনর্ব্বন্ মে বাচং শৃণুত॥ ২৫॥

ততো মৃত্যোরিহ যশঃ লোকঃ স্বর্গশ্চ যদি স্যাৎ অথ তর্হি অমুং মৃত্যুং যুক্তং সমীচীনং প্রাপ্তুং বা॥ ২৬॥

ব্রহ্ম সন্ধারণয়া কলেবরং বিজহ্যাদিতি যৎ স একো৽মৃত্যুঃ বীরশয়ে রণভূমৌ অনিবৃত্তঃ অপরাঙ্মুখঃ সন্ বিজহ্যাদিতি যৎ

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ততো মৃত্যোরিহ যশঃ স্বর্গশ্চ যদি স্যাৎ অথ তর্হি অমুং মৃত্যুং যুক্তং সমুচিতং॥ ২৬॥

বীরশয়ে সংগ্রামে অনিবৃত্তঃ অভিমুখস্থঃ॥ ২৭॥

হে মহারাজ! অসুরগণ ভগবান্ হরির প্রতি ভক্তি করিত না, সুতরাং তাহাদের সমস্ত দর্প অচি-রেই উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ও তাহাদের ধৈর্য্য দেবগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল অতএব তাহারা যদিও প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, তথাচ যুদ্ধের প্রারম্ভেই আপনাদের চেষ্টা সকল বিফল দেখিয়া নিজ প্রভু বৃত্রকে পরিত্যাগ করত আত্মত্রাণের পথ দেখিতে লাগিল॥ ২৩॥

বৃত্রাসুর স্বয়ং মহাবীর, যখন দেখিল অনুগত অসুরগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে এবং প্রথমেই ভূরি ভূরি সেনা গুরুতর ভয়ে ভগ্ন ও পলায়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল॥ ২৪॥

তাহার সে সকল বাক্য সে অবসরের উপযুক্ত এবং মনস্বি জনের মনোহর। সে বলিল অহে বিপ্রচিত্তি! অহে নমুচি! অহে পুলোমন্! অহে ময়! অহে অনর্ব্বন্! অহে শম্বর! আমার বাক্য শ্রবণ কর॥ ২৫॥

জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চয়ই হয়, কোন প্রকারে তাহার প্রতিক্রিয়া নাই। ইহাতে যদি সেই মৃত্যু হইতে ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গ হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে ঐ সমীচীন মৃত্যু উপস্থিত হইলে কোন্ মনস্বী তাহা স্বীকার না করে?॥ ২৬॥

অহে অসুরগণ! সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না।

কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্যদগ্রণী র্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ ॥ ২৭ ॥

॥ *॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ *॥ ১০ ॥ *॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

তএবং শংসতোধর্ম্ম্যং বচঃ পত্যুরশেষতঃ। নৈবাগৃহ্নন্ত সংত্রস্তাঃ পলায়নপরা নৃপ ॥ ১ ॥

বিশীর্য্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ। কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্বাতপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশত্রুরমর্ষিতঃ। তান্নিবার্য্যৌজসারাজন্নির্ভৎর্স্যেদমুবাচহ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স চৈকঃ। তৌ দ্বাবিহ শাস্ত্রে সম্মতৌ মৃত্যু তথাচ স্মৃতিঃ। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগ যুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হত ইতি ॥ ২৭ ॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে দশমঃ ॥ * ॥

একাদশেতু বৃত্রস্য যুধ্যমানস্য বজ্রিণা। ভক্তিজ্ঞান বলোদর্কাশ্চিত্রা বাচোঽনুবর্ণিতাঃ ॥ ০ ॥

শংসতঃ কথয়তঃ পত্যুর্ব্বচঃ ॥ ১ ॥

কালানুকূলৈঃ কালানুবর্ত্তিভিঃ। কাল্যমানাং বিদ্রাব্যমাণাং ॥ ২ ॥

অমর্ষিতঃ অসহমানঃ তাং স্ত্রিদশান্নিবার্য্য নির্ভৎর্স্য চ ইদং বক্ষ্যমাণমুবাচ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। ষষ্ঠস্য দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

একাদশেতু সংগ্রাম মধ্যে বৃত্রস্য বর্ণিতাঃ। শৌর্য্যমব্যোগিরঃ কাশ্চিৎ প্রেমময্যশ্চ কাশ্চন ॥ ০ ॥

অনাথবৎ অনাথামিব তাংস্ত্রিদশান্ ॥ ১। ২। ৩॥

হে মাতুরুচ্চরিতাঃ পুরীষতুল্যা দেবাঃ পৃষ্ঠতোহতৈ দৈ্যত্যৈঃ কিং যশো নাপি ধর্ম্মঃ। তৃতীয়ান্ত পাঠে দৈত্যানাং বিশেষণং ভীতানাং বধো ন শ্লাঘ্যঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণোরুভয়োরপি যশো ধর্ম্মাভাব ব্যঞ্জকত্বাৎ জুগুপ্সিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এক যোগ ধারণা পূর্ব্বক প্রাণাদি জয় পূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ, দ্বিতীয় সেনার অগ্রণী হইয়া সমরাঙ্গণে অপরাঙ্মুখে কলেবর বিসর্জন। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রেও কহিয়াছেন, যোগযুক্ত সন্ন্যাসী ও সম্মুখ যুদ্ধে নিহত যোদ্ধা এই দুই ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করেন ॥ ২৭ ॥

॥ *॥ ইতি ষষ্ঠে দশম ॥ *॥

একাদশ অধ্যায়ে বজ্রধারি ইন্দ্রের সহিত যুধ্যমান বৃত্রাসুরের ভক্তি, জ্ঞান ও বল সম্বন্ধীয় বিচিত্র কথা ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! বৃত্রাসুর অসুর সকলের প্রভু, সে ঐ প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলেও অসুরেরা সে সকল গ্রহণ করিল না, ত্রস্ত হইয়া পলায়নই করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অপর দেবতারা কালানুবর্ত্তী হইয়া তাড়াইয়া দিতে ছিলেন, তাহাতে আসুরী সেনাও অনাথবৎ বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছিল ॥ ২ ॥

ঐ সকল অবলোকন করিয়া ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইল। অসুর রাজ ঐ অসুরগণ সমক্ষে ঐ ব্যাপার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বল দ্বারা অমর নিকরকে নিবারণ ও ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিল ॥ ৩ ॥